গত ২২ মে, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কেজিএফ এর বিগত ১০ বছরের কার্যক্রম মূল্যায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়স্থ Bureau of Socio Economic Research and Training (BSERT) কর্তৃক কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের বিগত ১০ বৎসরের (২০০৭-২০১৭) সমাপ্ত কর্মকান্ড মূল্যায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন সংক্রান্ত সভা গত ২২ মে, ২০১৯ তারিখে বিকাল ০৩ঃ৩০ ঘটিকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা এন্ডাওমেন্ট ট্রাষ্ট (বিকেজিইটি)। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ড. মো: কবির ইকরামুল হক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি এবং চেয়ারম্যান, কেজিএফ বোর্ড। এ ছাড়া উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন কেজিএফ এর গবেষণা কাজে সম্পৃক্ত বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধান, টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্যবৃন্দ, কেজিএফ এর বোর্ড ও জেনারেল বডির সদস্যবৃন্দ এবং বিকেজিইটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ড. ওয়ায়েস কবির, নির্বাহী পরিচালক, কেজিএফ।

উল্লেখ্য যে, বিকেজিইটির ৬১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে উক্ত মূল্যায়ন কর্মকান্ডটি সম্পাদিত হয়। উক্ত সভায় BSERT কর্তৃক কেজিএফ এর বিগত ১০ বৎসরের কার্যক্রমের মুল্যায়ন শীর্ষক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. শেখ আব্দুস সবুর, চেয়ারম্যান, BSERT, BAU, Mymensingh।

প্রফেসর সবুর সভায় উল্লেখ করেন যে, কেজিএফ কর্তৃক গত দশ বছরে সমাপ্ত ৯৬টি গবেষণা প্রকল্পের সমাপ্তি রিপোর্ট (PCR) পর্যালোচনা, গবেষকদের সঙ্গে আলোচনা (FGD) ও মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন, গবেষণার জাতীয় প্রয়োজনীয়তা, গবেষণার ফলাফলের সাথে উদ্দেশ্যের সম্পর্ক, গবেষণার ফলাফলের কার্যকারিতা, বাজেটের অর্থ ব্যবহার, ইত্যাদি পর্যালোচনা করে রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে। তবে, এই সব প্রকল্পের মাঠ গবেষণা বেশী হলেও ল্যাব ভিত্তিক গবেষণার পরিমান কম ছিল। কেজিএফ এ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ কম এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ বেশী লক্ষ্য করা গেছে। তবে, কেজিএফ এর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রেখেই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া, উক্ত গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রফেসর সবুর সভায় আরও জানান যে, গবেষণা প্রস্তাব বাছাই প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সময় লাগে বলে ফলাফলে উল্লেখ করা হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পের রিপোর্টের মান পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৭৩ ভাগ সফল এবং ১৫ ভাগ অত্যন্ত সফল মানের। Online ভিত্তিক প্রস্তাব প্রক্রিয়া করণ এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ আরো জোরদার করার সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়া, মৌলিক ও নীতি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণসহ গবেষকদের আর্থিক প্রণোদনার সুবিধা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।

সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন উপস্থাপিত কার্যক্রম মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান করেন। মতামতে বলা হয় যে, কেজিএফ এর গবেষণা কার্যক্রমের মূল্যায়ন একটি সফল উদ্যোগ। তবে এসব ফলাফল সম্প্রসারণের মাধ্যমে আরো দৃশ্যমান হওয়া প্রয়োজন।

সভায় বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান, কেজিএফ বোর্ড দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি কেজিএফ এর গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাব বাছাই প্রক্রিয়া আরো দ্রুততম সময়ে করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করেন। এছাড়া, কেজিএফ এ অধিক সংখ্যক শস্য বিষয়ে গবেষণার কারণ সম্পর্কে জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ গবেষণায় সরকারী প্রতিষ্ঠানের সীমিত জনবল থাকায় অধিক সংখ্যক গবেষণার সুযোগ সীমিত। গবেষকদের সম্মানী বর্তমান বছরে একটির পরিবর্তে একাধিক করা হলে গবেষণার বাজেটের উপর চাপ পড়বে কিনা তাও খতিয়ে দেখার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।

এছাড়া, সভায় বিকেজিইটির সদস্য প্রফেসর ড. রেজাউল করিম তালুকদার উল্লেখ করেন যে, এই মূল্যায়ন কর্মকান্ডটি যথেষ্ট পরিশ্রমের ফসল তবে বিশ্লেষণগুলি আরো গভীর হতে পারতো। সভায় এই মূল্যায়ন কার্যক্রমের উপর বিশেষজ্ঞদের মতামত ভবিষ্যতে কেজিএফ কে সঠিকভাবে পরিচালনায় সহায়তা করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়। সভায় গত ১০ বছরের কর্মকান্ড মূল্যায়নে কেজিএফ এর উন্নয়নমূখী কর্মকান্ডের প্রশংসা করা হয় এবং বলা হয় যে, কেজিএফ এর গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়ন কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

কেজিএফ এর নির্বাহী পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, যদিও কেজিএফ নীতি সহায়ক কর্মকান্ড অতীতে গ্রহণ করে নাই, তবে ইতিমধ্যে কয়েকটি বিষয়ে নীতি সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, কেজিএফ এর একটি কৃষি সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার প্রনয়নের কাজ চলমান রয়েছে, যাতে কৃষির যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই তথ্য ভান্ডার ব্যবহার করে কৃষির নীতি এবং উৎপাদন বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, বর্তমানে কেজিএফ উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বাণিজ্যিকি করণের লক্ষ্যে একটি IPR সেল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সভায় সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, কেজিএফ মূলত সরকারী, বেসরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তি ও জ্ঞান উদ্ভাবনের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু সরকারী তহবিল হতে পাবলিক প্রতিষ্ঠানে গবেষণা পরিচালিত হয়ে থাকে, তাই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কেজিএফ এর গবেষণা সহায়তা বেশী থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি মূল্যায়ন কর্মকান্ড ও সুপারিশসমূহ হতে শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি অদ্যকার সভার আলোকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন এবং পরিমার্জন করে রিপোর্টটি চূড়ান্ত করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।

এ তাছাড়া, তিনি আরও জানান যে, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিবেচনা করে কেজিএফ কৃষি সংক্রান্ত নীতিমালা ও নীতি সংক্রান্ত সহায়তা প্রদানের ভূমিকা পালন করতে পারে। সে হিসাবে কেজিএফ কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে একটি Think Tank হিসাবে সরকারকে সহায়তা প্রদান করতে পারে। এ বিষয়ে কেজিএফ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

পরিশেষে, উপস্থিত সকলকে তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করতঃ মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মহোদয় বিকাল ০৫ঃ৩০ ঘটিকায় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।